দ্বিতীয় সমাবর্তন-২০১২
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), চট্টগ্রাম-৪৩৪৯ | বৃহস্পতিবার ২৯ নভেম্বর ২০১২, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ | দ্বিতীয় সমাবর্তন-২০১২ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২৯ নভেম্বর ২০১২

বাণী

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ স্মরণীয় দিনে সনদপ্রাপ্ত ও অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান অবলম্বন হচ্ছে শিক্ষা। দেশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করছে জেনে আমি আনন্দিত। শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে দেশে প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা বিস্তারে এ বিশ্ববিদ্যালয় আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি। বিশ্বায়ন ও তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের কারিকুলামে ঈপ্সিত পরিবর্ধন ও সংযোজন ঘটাবে বলে আমার বিশ্বাস। সমাবর্তনে সনদপ্রাপ্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদেরকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আমি উদাত্ত আহবান জানাই।

আমি চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইতিহাস

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) বাংলাদেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা-গবেষণার অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসেবে ১৯৬৮ সাল থেকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। সাগর, পাহাড়, নদী, লেক, বনাঞ্চল ও সমতলের বিরল সমন্বয় ঘটেছে সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রামে। এই অপরূপা চট্টগ্রামে রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ সমুদ্রবন্দর, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তেল শোধনাগার, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, ইপিজেডসহ অন্যান্য অনেক সম্ভাবনাময় শিল্পকারখানা। চট্টগ্রামেরই এক মনোরম প্রাকৃতিক পাহাড়ি ভূমিতে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) ক্যাম্পাস অবস্থিত। এই মনোহর ক্যাম্পাসে সম্মিলন ঘটেছে পাহাড়, সমতল ও লেকের। চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়ক সংলগ্ন প্রায় ১৬১ একর জমির উপর এই ক্যাম্পাস অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠান হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত অসংখ্য প্রকৌশলী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে নিয়োজিত রয়েছেন। যাদের নিরলস শ্রম ও নিবেদিত প্রয়াস দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটির প্রতিষ্ঠাকালে উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তির শিক্ষাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেয়া। তখন কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির অধীনে পরিচালিত হত। প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে এবং স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল গণপূর্ত অধিদপ্তরের অধীনে। কলেজটির সার্বিক পরিচালনা ত্রিপক্ষীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকায় যথাযথ সমন্বয়ের অভাবে ও বিভিন্ন জটিল সমস্যার আবর্তে পড়ে প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়।

নানাবিধ জটিল সমস্যাবলীর সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৮৬ সালে দেশের ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে স্বায়ত্বশাসিত বিআইটিতে (Bangladesh Institute of Technology) রূপান্তরিত করে। সীমিত পরিসরে স্বায়ত্বশাসন লাভের পরেও বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বিআইটি, চট্টগ্রাম নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত অসুবিধা, গবেষণাগারে উন্নতমানের যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, গবেষণা কার্যক্রমের জন্য বাধা হয়ে পড়েছিল। অবশেষে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চ-শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিআইটি, চট্টগ্রাম ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ থেকে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (Chittagong University of Engineering & Technology) নামে যাত্রা শুরু করে।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে আসছে। অধিকন্তু, এই বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত ও রসায়ন বিভাগ সমূহে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করছে। এছাড়া প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা-গবেষণার আরো বিস্তার ও যুগোপযোগী করার জন্য স্থাপত্য বিভাগ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহে স্নাতক এবং ডিজেস্টার এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আন্তর্জাতিকভাবে একাডেমিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জার্মানির University of Kassel I University of Stuttgart, কোরিয়ার University of Ulsan এবং জাপানের Yamagata University I Saga University এর সাথে MoU সম্পাদন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি International Forum of Strategic Technology (IFOST), South East Asia Network for Disaster and Environmental Engineering (SEAN-DEE) Ges IHE-UNESCO, Netherlands-এর সাথে যৌথ সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্মসূচি শুরু করেছে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Earthquake Engineering Research (IEER), University St. Cyril এর IZIIS and Methodius, Skopje, Macedonia এর সাথে সহযোগিতা ও গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া Bureau of Research, Testing & Consultancy (BRTC) এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত বিষয়ে সুনামের সাথে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে বিদেশী বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে কমে এসেছে এবং প্রকল্পের খরচ কমানো সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তত্ত্বাবধানে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। তদুপরি, দেশকে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে IT Business Incubator স্থাপন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠাকালীন নাম	ঃ চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
প্রতিষ্ঠা বর্ষ	ঃ ১৯৬৮
প্রথম ব্যাচ ভর্তি	ঃ ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষাবর্ষ
ক্লাস আরম্ভ	ঃ ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮
বিআইটিতে রূপান্তর	ঃ ১ জুলাই, ১৯৮৬
বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর	ঃ ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৩
চ্যান্সেলর	ঃ মোঃ জিল্লুর রহমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ভাইস-চ্যান্সেলর	ঃ প্রফেসর ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম
পূর্বতন ভাইস-চ্যান্সেলরবৃন্দ	ঃ প্রফেসর মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক (২০০৩-০৪) প্রফেসর ড. মীর শহীদুল ইসলাম (২০০৪-০৭) প্রফেসর ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস (২০০৭-১২)
অনুষদ ও বিভাগ	ঃ
স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদ	ঃ ১. স্থাপত্য বিভাগ ২. নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ ৩. মানবিক বিভাগ
পুরকৌশল অনুষদ	ঃ ১. পুরকৌশল বিভাগ ২. ডিজেস্টার এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল অনুষদ	ঃ ১. তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ ২. কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৩. ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
যন্ত্রকৌশল অনুষদ	ঃ ১. যন্ত্রকৌশল বিভাগ ২. পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ	ঃ ১. পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ২. রসায়ন বিভাগ ৩. গণিত বিভাগ
ডিগ্রি প্রদান	ঃ B.Sc.Engg., B. Arch, B. URP, M.Sc. Engg., M.Engg., M.Phil Ges Ph.D.Degree

ইনস্টিটিউট এবং সেন্টার ঃ
ইনস্টিটিউট অব এনার্জি টেকনোলজি, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইআইসিটি), ইনস্টিটিউট অব আর্থকোয়েক ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং এন্ড কনসালটেন্সি (বিআরটিসি)।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ঃ
১৯৬৮ সালে ১২০ জন ছাত্র নিয়ে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম শিক্ষাক্রম শুরু হয়। বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে প্রতি শিক্ষাবর্ষের আসন সংখ্যা ৬৩০ টি। এ ছাড়াও রাখাইন সম্প্রদায়ের জন্য ০১ টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জেলার উপজাতীয়দের জন্য-১০ টি সহ অতিরিক্ত ১১ টি আসন সংরক্ষিত আছে।

পুরকৌশল বিভাগ	ঃ ১৩০ টি
যন্ত্রকৌশল বিভাগ	ঃ ১৩০ টি
তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল	ঃ ১৩০ টি
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	ঃ ১২০ টি
পেট্রোলিয়াম এন্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	ঃ ৩০ টি
স্থাপত্য বিভাগ	ঃ ৩০ টি
নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ	ঃ ৩০ টি
ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	ঃ ৩০ টি
মোট	ঃ ৬৩০ টি
বর্তমানে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (স্নাতক পর্যায়)	ঃ ছাত্র ১৮৭০ জন, ছাত্রী ৩০৪ জন
মোট ছাত্র-ছাত্রী (স্নাতক পর্যায়)	ঃ ২১৭৪ জন
বর্তমানে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (স্নাতকোত্তর পর্যায়)	ঃ ছাত্র ৩৭৫ জন, ছাত্রী ৭৯ জন
মোট ছাত্র-ছাত্রী (স্নাতকোত্তর পর্যায়)	ঃ ৪৫৪ জন

প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে ০৫/১১/২০১২ তারিখ পর্যন্ত ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তালিকা ঃ

পুরকৌশল বিভাগ	ঃ ২২৯৬ জন
তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ	ঃ ১৯৫২ জন
যন্ত্রকৌশল বিভাগ	ঃ ১৮১৫ জন
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	ঃ ৪৯৭ জন
মোট স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	ঃ ৬৫৬০ জন
মোট ছাত্র সংখ্যা	ঃ ৬১৭৪ জন
মোট ছাত্রী সংখ্যা	ঃ ৩৮৬ জন
স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	ঃ ২০ জন
আবাসিক ছাত্র হল	ঃ ৪টি (আসন ২০৩৬)
আবাসিক ছাত্রী হল	ঃ ১টি (আসন ২৪০)
Webesite	ঃ http://www.cuet.ac.bd

সমাবর্তন ২০১২-এ ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তালিকা

ডিগ্রি	বিভাগ	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মোট
স্নাতক	পুরকৌশল বিভাগ	৪৫২	৬৩	৫১৫
	তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ	৪০৯	৫৭	৪৬৬
	যন্ত্রকৌশল বিভাগ	৪৪৬	৫৩	৪৯৯
	কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	১৯০	৩৮	২২৮
স্নাতকোত্তর	M. Phil.	৪	১	৫
	M. Sc. Engg. / M.Engg.	৫	-	৫

সমাবর্তন ২০১২, গোল্ড মেডেল প্রাপ্তদের তালিকা

ক্রমিক	পরীক্ষা পাশের সেশন	নাম	বিভাগ
১	২০০৬-২০০৭	অনিক সাহা	কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
২	২০০৭-২০০৮	সম্পদ ঘোষ	তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ
৩	২০০৮-২০০৯	যোবায়দা আখতার	তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ
৪	২০০৯-২০১০	রকি বৈদ্য	তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২৯ নভেম্বর ২০১২

বাণী

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অভিভাবকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং রূপকল্প ২০২১ বিনির্মাণে দেশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত জনসম্পদ তৈরি করতে বর্তমান সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশে ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরও ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমি আশা করি, সনদপ্রাপ্ত প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী দেশপ্রেম ও ত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে তাদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অবদান রাখবে।

আমি চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২৯ নভেম্বর ২০১২

বাণী

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে বি. আই. টি. হয়ে ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের একমাত্র প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নতুন হলেও এ প্রতিষ্ঠান গত চার দশকেরও বেশি সময় সেশনজটমুক্ত অনুকরণীয় পরিবেশ বজায় রেখে যে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করে চলেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জনকারী প্রকৌশলী ও গবেষকগণ দেশের অবকাঠামো ও প্রযুক্তি উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

সমাবর্তনে ডিগ্রি অর্জন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে এক অনন্য ঘটনা। সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সকল শিক্ষার্থী ডিগ্রি অর্জনের স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছেন তা তাদের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতি গঠনে যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করছি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
(শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২৯ নভেম্বর ২০১২

বাণী

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা-গবেষণার একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। সুদীর্ঘ যাত্রায় এ প্রতিষ্ঠান অনেক দক্ষ ও মেধাবী প্রকৌশলী জাতিকে উপহার দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের কাছে প্রত্যাশা তাঁরা যেন দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের আরও বেশী সম্পৃক্ত করে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। সনদপ্রাপ্ত সকলের জন্য নিরন্তর শুভ কামনা রইল।

একই সঙ্গে আমি দ্বিতীয় সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ)

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী)
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়
মঞ্জুরী কমিশন

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২৯ নভেম্বর ২০১২

বাণী

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান আগামী ২৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই আনন্দঘন দিনে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্নাতক, তাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

বি. আই. টি চট্টগ্রামকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বহুদিনের একটি প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অত্যাধিক। সুশিক্ষিত প্রকৌশলী তৈরির ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ভূমিকা প্রশংসার দাবীদার। সম্প্রতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কয়েকটি যুগোপযোগী বিভাগ চালু হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এসব বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে ও জ্ঞানের নব নব দিগন্ত প্রসারিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং সনদপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী)

ভাইস চ্যান্সেলর
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২৯ নভেম্বর ২০১২

বাণী

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন ২৯ নভেম্বর, ২০১২। ২০০৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিআইটি, চট্টগ্রাম থাকাকালীন আরো ২টি সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের সময়কাল হয়তো বেশি নয় তবে সুদীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিচালনা ও ডিগ্রি প্রদান করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্তরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অধ্যাপনাসহ নামকরা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী চুয়েটে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। প্রকৌশল ও প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা-গবেষণার অগ্রযাত্রা ধরে রাখার নিমিত্তে চুয়েট নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

আমি সমাবর্তন-২০১২ এ যোগদানকারী সকল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্তদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২৯ নভেম্বর ২০১২

বাণী

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ প্রেক্ষিতে দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার এক গৌরবোজ্জ্বল বিদ্যাপীঠ হিসেবে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং আগামীতেও করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আজকের এই সমাবর্তনের মাধ্যমে সনদপ্রাপ্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রকৌশলীদের জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আশাকরি, প্রকৌশলীগণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্রতী হবেন।

আমি চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

COURTESY BY
BE SAFE BSRM the ultimate steel